



## 31822 - হজ্ব আদায়ের পদ্ধতি

### প্রশ্ন

আমি হজ্ব আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত জানতে চাই।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হজ্ব একটি উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। এটি ইসলামের পঞ্চখুঁটি অন্যতম। যে ইসলাম দিয়ে আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যে খুঁটিগুলো ব্যতীত কোন ব্যক্তির দ্বীনদারি পূর্ণতা পতে পারে না। যে কোন ইবাদত দ্বারা আল্লাহর নকৈট্য হাছল হতে হলে ও ইবাদত কবুল হতে হলে দুইটি বিষয় আবশ্যিক:

এক. আল্লাহর জন্য মুখলসি বা একনষিঁ হওয়া। অর্থাৎ সৎ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালরে কল্যাণকে উদ্দেশ্য করা; প্রদর্শনচ্ছা, প্রচারপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে না করা অথবা অন্য কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে না-করা। দুই. কথা ও কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ জানা ছাড়া তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্ব পালনরে মাধ্যমে অথবা অন্যকোন ইবাদত পালনরে মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য লাভ করতে চায় তার কর্তব্য হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ জেনে নেয়া। নমিনে আমরা সুন্নাহ মোতাবেক হজ্ব আদায় করার পদ্ধতি সংক্ষেপে তুলে ধরব। ইতিপূর্বে আমরা উমরা আদায় করার পদ্ধতি 31819 নং প্রশ্নরে জবাবে তুলে ধরেছি। উমরা আদায় করার পদ্ধতি সে প্রশ্নরে উত্তর থেকে জেনে নেয়া যতে পারে।

হজ্বরে প্রকারভেদ:

হজ্ব তিন প্রকার: তামাত্তু, ইফরাদ ও ক্বরান।

তামাত্তু হজ্ব: হজ্বরে মাসসমূহে (হজ্বরে মাস হচ্ছে- শাওয়াল, জ্বলিক্বদ, জ্বলিহজ্ব দেখুন আল-শারহুল মুমতি ৭/৬২) এককভাবে উমরার ইহরামবাঁধা, মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ করা, উমরার সায়ী করা, মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছাটাই করে উমরা থেকে হালাল হয়ে যাওয়া। এরপর তারবযির দিন অর্থাৎ ৮ জ্বলিহজ্ব এককভাবে হজ্বরে ইহরাম বাঁধা এবং হজ্বরে যাবতীয় কার্যাবলী শেষ করা। অতএব, তামাত্তু হজ্বকারী পরপূর্ণ একটি উমরা পালন করেন এবং পরপূর্ণ একটি হজ্ব পালন করেন। ইফরাদ হজ্ব: এককভাবে হজ্বরে ইহরাম বাঁধা, মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করা, হজ্বরে সায়ী করা, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট না করে তথা ইহরাম থেকে হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থেকে যাওয়া এবং ঈদরে দিন জমরা আকাবাতে কংকর

নক্ষিপেরে পর ইহরাম থেকে হালাল হওয়া। আর যদি হজ্বেরে সায়ীকে হজ্বেরে তওয়াফেরে পরে আদায় করতে চায় সটোতও কোন অসুবিধা নাই। ক্বরান হজ্ব: উমরা ও হজ্বেরে জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধা অথবা প্রথম উমরার ইহরাম বাঁধা এরপর তওয়াফ শুরু করার আগে হজ্বকে উমরার সাথে সম্পৃক্ত করা (অর্থাৎ তওয়াফ ও সায়ীকে হজ্ব ও উমরার সায়ী হিসেবে নয়িত করা)। ক্বরান হজ্বকারীর আমলগুলো ইফরাদ হজ্বকারীর আমলরে মত। তবে ক্বরান হজ্বকারীর উপর হাদি আছে; ইফরাদ হজ্বকারীর উপর হাদি নাই। হজ্বেরে প্রকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে- তামাত্তু হজ্ব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে এই হজ্ব আদায় করার নরিদশে দিয়েছেন এবং এই হজ্ব আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি যদি কেউ ক্বরান হজ্ব বা ইফরাদ হজ্বেরে নয়িত করফেলেতেনিতির ইহরামকে উমরার ইহরামে পরবির্তন করে হালাল হয়ে যাওয়ার তাগদি দিয়েছেন। যাত করে সে ব্যক্তি তামাত্তু হজ্ব পালনকারী হতে পারনে। এমনকি সটো তওয়াফে কুদুম ও সায়ীর পরও হতে পারে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাঁর বদিয়ী হজ্ব তওয়াফ ও সায়ী করার পর তাঁর সাহাবীগণকে নরিদশে দনে- তোমাদের মধ্যে যার যার সাথে হাদি নাই সে যনে তার ইহরামকে উমরার ইহরামে পরবির্তন করে মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন: আমি যদি হাদি না নিয়ে আসতাম তাহলে তোমাদেরকে যে নরিদশে দিচ্ছি আমিও সটো পালন করতাম। ইহরাম: একটু আগে যে প্রশ্নেরে রফোরনেস দয়ো হয়েছে সে প্রশ্নেরে উত্তরে ইহরামেরে সুন্নতগুলো যমেন- গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, নামায পড়া ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। ইহরামেরে আগে সে সুন্নতগুলো পালন করতে হবে। এরপর নামায শেষ করার পর অথবা নজি বাহনে আরোহণ করার পর ইহরাম বাঁধবে। যদি তামাত্তু হজ্বকারী হয় তাহলে বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বি উমরাতনি (অর্থ- হে আল্লাহ! উমরাকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজরি)।

আর যদি ক্বরান হজ্ব আদায়কারী হয় তাহলে বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বি হাজ্জাতনি ওয়া উমরাতনি (হে আল্লাহ! হজ্ব ও উমরাকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজরি)

আর যদি ইফরাদ হজ্বকারী হয় তাহলে বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা হাজ্জান (হে আল্লাহ! হজ্বকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজরি)।

এরপর বলবেন: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة (হে আল্লাহ! হাজ্জাতুন লা রিয়াআ ফি-হা ওয়ালা সুমআ (হে



আল্লাহ! এ হজ্বকে এমন হজ্ব হিসেবে কবুল করুন যার মধ্যে লৌকিকতা ও প্রচারপ্রিয়তা নাই। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভাবে তালবয়্যা পড়ছেন সভাবে তালবয়্যা পড়বে। সেই তালবয়্যা হচ্ছে-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারকি লাকা লাব্বাইক। ইন্নালা হামদা ওয়ান নন্মিতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারকি লাক।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমিআপনার দরবারে হাজরি। আমিআপনার দরবারে হাজরি। আমিআপনার দরবারে হাজরি। আপনি নরিঙ্কুশ। আমিআপনার দরবারে হাজরি। নশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নয়োমত আপনার-ই জন্য এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্য। আপনি নরিঙ্কুশ।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও একটি তালবয়্যা পড়তেন সটো হচ্ছে-

لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ

লাব্বাইকা ইলাহাল হাক্ব (অর্থ- ওগো সত্য উপাস্য! আপনার দরবারে হাজরি)।

ইবনে উমর (রাঃ) আরকেটু বাড়িয়ে বলতেন:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

লাব্বাইকা ওয়া সাদাইক। ওয়াল খাইরু বিইয়াদাইক। ওয়ার রাগবাই ইলাইকা ওয়াল আমাল। (অর্থ- আমিআপনার দরবারে হাজরি, আমিআপনার সটোজন্যে উপস্থিতি। কল্যাণ আপনার-ই হাতে। আকাঙ্ক্ষা ও আমল আপনার প্রতি নিবিদেতি)। পুরুষরো উচ্চস্বরে তালবয়্যা পড়বে। আর নারীরা এভাবে পড়বে যেন পাশের লোক শুনতে পায়। যদি পাশে বগোনা পুরুষ থাকে তাহলে গোপনে তালবয়্যা পড়বেন।

ইহরামকারী যদি কোনো প্রতবিন্ধকতার আশংকা করেন যমেন রোগ, শত্রু বা গ্রফেতার ইত্যাদি তাহলে ইহরামকালে শরত করে নয়ো ভাল। ইহরামকালে তিনি বলবেন:

إِنْ حَبَسَنِي حَاسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

ইন হাবাসানি হাবসে ফা মাহল্লি হাইসু হাবাসতানি (অর্থ- যদি কোনো প্রতবিন্ধকতা - যমেন রোগ, বলিম্ব ইত্যাদি আমার হজ্ব পালনে- বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমি যখনপ্রতবিন্ধকতার শকার হই সখনে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাব)। কেননা

দুবাআ বনিতা যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ থাকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম করাকালে তাকে শরত করার নরিদশে দয়িছেন এবং বলছেন: “তুমি যিে শরত করছে সটো তটোমার রবরে নকিট গ্রহণযোগ্য।”[সহি বুখারি (৫০৮৯) ও সহি মুসলমি (১২০৭)] যদি ইহরামকারী শরত করে থাকে এবং নুসুক পালনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তাহলে সে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। এতে করে তার উপর অন্য কোন দায়িত্ব আসবে না। আর যদি প্রতিবন্ধকতার কোন আশংকা না থাকে তাহলে শরত না করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরত করেননি এবং সাধারণভাবে সবাইকে শরত করার নরিদশেও দেননি। দুবাআ বনিতা যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ থাকায় তাকে নরিদশে দয়িছেন। ইহরামকারীর উচতি অধিক তালবয়ী পাঠ করা। বিশেষতঃ সময় ও অবস্থার পরিবর্তনগুলোতে। যমেন উঁচুতে উঠার সময়। নীচুতে নামার সময়। রাত বা দিনের আগমনকালে। তালবয়ী পাঠের পর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচতি।

উমরার ইহরামের ক্ষত্রে ইহরামের শুরু থেকে তওয়াফ শুরু করার আগ পর্যন্ত তালবয়ী পড়ার বধিান রয়েছে। আর হজ্বের ক্ষত্রে ইহরাম করার পর হতে ঈদরে দিনি জমরা আকাবাতে কংকর নক্শপে করা পর্যন্ত তালবয়ী পড়ার বধিান।

মক্কায প্রবশেরে জন্য গোসল: মক্কারকাছাকাছি পটৌছেলে সম্ভব হলে মক্কায প্রবশেরে জন্য গোসল করে নবি। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা প্রবশেরে সময় গোসল করেছিলেন।[সহি মুসলমি (১২৫৯)]

এরপর মসজদি হারামে প্রবশেরে সময় ডান পা আগে দবি এবং বলবে:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ  
وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(অর্থ- আল্লাহর নামে শুরু করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আমার জন্য আপনার রহমতের দুয়ারগুলো খুলে দিন। আমি বিতিড়তি শয়তান হতে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মহান চহোরার মাধ্যমে, তাঁর অনাদি রাজত্বের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

এরপর তওয়াফ শুরু করার জন্য হাজারে আসওয়াদরে দকি এগয়ি যাবে। তওয়াফ করার পদ্ধতি ইতিপূর্বে (31819) নং প্রশ্নরে উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

তওয়াফের পর ও তওয়াফের দুই রাকাত নফল নামায়ের পর মাসআ (সায়ী করার স্থান) এর দকি এগয়ি যাবে এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সায়ী (প্রদক্ষণি) করবে। (31819) নং প্রশ্নরে জবাবে সায়ীর ববিরণ উল্লেখ করা হয়েছে

তামাত্তু হজ্বকারী উমরার সায়ী করবনে। আর ইফরাদ ও ক্বরীন হজ্বকারী হজ্বের সায়ী করবনে এবং ইচ্ছা করলে সায়ীটি হজ্বের ফরজ তওয়াফের পরেও আদায় করতে পারনে।



মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা:

তামাত্তু হজ্বকারী যখন সায়ীর সাত চক্কর শেষে করবনে তখন তিনি পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করতে পারেন অথবা চুল ছোট করতে পারেন। যদি মাথা মুণ্ডন করলে মাথার সর্বাংশ মুণ্ডন করতে হবে। অনুপূর্ণভাবে চুল ছোট করলেও মাথার সর্বাংশে চুল ছোট করতে হবে। চুল ছোট করার চয়ে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তনিবার দুআ করছেন। আর চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দুআ করছেন। [সহিহ মুসলিম (১৩০৩)] তবে হজ্বের সময় যদি অতিনিকটবর্তী হয় এবং নতুন চুল গজাবার মত সময় না থাকে তাহলে চুল ছোট করা উত্তম; যাতে হজ্বের সময় মাথা মুণ্ডন করতে পারেন। দলিল হচ্ছে- বদায় হজ্বকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে উমরার জন্য মাথার চুল ছোট করার নির্দেশে দিয়েছেন। কারণ তাঁরা জ্বলিহজ্ব মাসের ৪ তারিখ সকাল বেলায় মক্কা পৌঁছেছিলেন। আর নারীরা আঙুলের এক কর পরমাণ চুল কটে নবী। এর মাধ্যমে তামাত্তু হজ্বকারীর উমরার কাজ শেষে হলো এবং তামাত্তু হজ্বকারী সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে গেলেন। অর্থাৎ হালাল অবস্থায় একজন মানুষ যা যা করতে পারে (যেমন- সলোইকৃত পোশাক পরা, সুগন্ধি লাগানো, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি) এখন তামাত্তু হজ্বকারীও সসেব পারবেন।

পক্ষান্তরে ইফরাদ ও ক্বরান হজ্বকারী মাথা মুণ্ডন করবেন না; কথিবা মাথার চুল ছোট করবেন না; তারা ইহরাম থেকে হালাল হবেন না। বরং ইহরাম অবস্থায় থাকবেন এবং ঈদরে দনি জমরা আকাবাত কংকর নকিষপে করার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটাই এর মাধ্যমে হালাল হবেন।

তারবয়ার দনি তথা জ্বলিহজ্বের ৮ তারিখে তামাত্তু হজ্বকারী মক্কা তার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবে। উমরার ইহরামকালে যা যা করা মুস্তাহাব ছিল হজ্বের ইহরামের সময়ও তা তা করা (যেমন- গোসল, সুগন্ধি লাগানো, নামায ইত্যাদি) মুস্তাহাব। এই ইহরামের সময় হজ্বের নিয়ত করবেন, তালবয়া পড়বেন এবং মুখে বলবেন: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا** (হে আল্লাহ! হজ্বকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজরি)। যদি হজ্ব সমাপ্তকরণে কোন প্রতিবন্ধকতার আশংকা করে তবে শরত করে নবী। **وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي** (অর্থ- যদি কোন প্রতিবন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে আমি যখনে আটক হই সেখানে হালাল হয়ে যাব)। আর যদি এমন কোন আশংকা না থাকে তাহলে শরত করবে না। হাজ্বীর জন্য মুস্তাহাব হলো ঈদরে দনি জমরা আকাবাত কংকর নকিষপে পূর্ব পর্যন্ত উচ্চস্বরে তালবয়া পাঠ করা।

মীনা গমন:

এরপর মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। সেখানে পৌঁছে জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায কসর (৪ রাকাতের স্থলে ২ রাকাত) করে ঠিকি ঠিকি ওয়াক্তে আদায় করবে। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীনাতে নামাযগুলো কসর করতেন; কিন্তু একত্রে আদায় করতেন না।

কসর: ৪রাকাত বিশিষ্ট নামাযগুলো ২ রাকাত করে আদায় করা। মক্কাবাসী এবং অন্য সকলে মীনা, আরাফা ও মুজদালিফাতে

নামায কসর করবনে। দললি হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্ব আদায়কালে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতেন। তাঁর সাথে মক্কাবাসীরাও ছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকে পরপূর্ণ নামায পড়ার নরিদশে দেননি। যদি তা ফরজ হতো তাহলে তিনি তাদেরকে সে নরিদশে দতিনে যভোবে মক্কা বজিয়রে বছর নরিদশে দয়িছেন। কিন্তু মক্কার দালানকঠো প্রসারতি হতে হতে মীনা মক্কার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যনে মীনা মক্কারই একটী মহল্লা। তাই মক্কাবাসীরা সখোনে কসর করবে না। আরাফায় গমন:

আরাফার দনি সূর্যদোদয়ের পর মীনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দবি। সম্ভব হলে জোহররে পূর্ব পর্যন্ত নামরিতে অবস্থান করবে (নামরি হচ্ছ- আরাফার সম্মুখভাগরে একটী স্থান)। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে কোন অসুবিধা নই। কারণ নামরিতে অবস্থান করা সুনত; ওয়াজবি নয়। সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ার পর (অর্থাৎ জোহররে ওয়াক্ত হওয়ার পর) জোহর ও আসর উভয় নামায একত্রে জোহররে ওয়াক্তে দুই রাকাত দুই রাকাত করে আদায় করে নবি; ঠকি যভোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদায় করছিলেন যাতে করে আরাফার মাঠে লম্বা সময় অবস্থান করে দুআ করতে পারনে। নামায়রে পর আল্লাহর যকিরি ও দুআতে মশগুল হবে। আল্লাহর কাছে রোনাজারি করবে, দু হাত তুলে কবিলামুখি হয়ে যা ইচ্ছা দুআ করবে। যদি কবিলামুখি হতে গয়ি জাবালে আরাফা পছিনে পড়ে যায় কোন অসুবিধা নই। যহেতে দুআর ক্ষত্রে সুনত হচ্ছ- কবিলামুখি হওয়া; পাহাড়মুখি হওয়া নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়রে নকিটে অবস্থান করছেন এবং বলছেন: “আমি এখানে অবস্থান করলাম; আরাফার ময়দানরে সর্বাংশ অবস্থানস্থল।” সেই মহান দনিে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম য়ে দুআটি সবচয়ে বেশি করছেন সেটী হচ্ছ-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহুলা শরকি লাহ। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু। ওয়া হুয়া আলা কুললি শাইয়্যনি ক্বাদরি। (অর্থ- এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই। তিনি নরিঙ্কুশ। রাজত্ব তাঁর-ই জন্য। প্রশংসা তাঁর-ই জন্য। তিনি সর্ববষিয়ে ক্ষমতাবান)। যদি কছিটা একগুঁয়েমেএসে যায় এবং সঙ্গ-সাখীদের কথাবার্তা বলে কছিটা সতজে হতে চায় তাহলে ভাল কথা বলবে এবং ভাল কোন বই পড়বে। বশিষেতঃ আল্লাহ তাআলার বদান্যতা, তাঁর মহান অনুগ্রহ বষিয়ক কোন বই পড়বে। যাতে সে মহান দনিে আল্লাহর প্রতিআশার দকিটা ভারী থাকে। এরপর পুনরায় আল্লাহর কাছে রোনাজারি ও দুআতে ফরিে আসবে এবং দনিরে শেষেভাগকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হবে। কেননা সবচয়ে উত্তম দুআ হচ্ছ- আরাফা দবিসরে দুআ।

মুজদালফাতে গমনঃ

সূর্য ডোবার পরে মুজদালফাতে গমন করবে। মুজদালফাতে পটৌছে মাগরবি ও এশার নামায এক আযান দুই ইকামতে আদায় করবে। যদি এই আশংকা হয় য়ে, মুজদালফাতে পটৌছতে পটৌছতে মধ্যরাত পার হয়ে যাবে সেক্ষত্রে রাস্তায় নামায আদায় করে নবি। কারণ নামাযকে মধ্যরাতরে বেশি বলিম্ব করে পড়া জায়যে হবে না। মুজদালফাতে এসে রাত্রি যাপন করবে।



ফজররে ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতি হওয়ার পরবলিম্ব না করে এক আযান ও এক ইকামত ফজররে নামায পড়ে নবিলে। এরপর আল-মাশআর আল-হারামরে দকিলে এগিয়ে যাবল (বর্তমানে মুজদালফিতে মসজিদটি যল স্থানে রয়েছে এটি সেই জায়গা)। সখানে গিয়ে আল্লাহর একত্ববাদরে ঘোষণা দবিলে, আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করবল তথা তাকবীর বলবল এবং ইসফার (ইসফার মানল- সূর্যদেয়রে আগপূবদকি ফরসা হয়ে উঠা) হওয়া পর্যন্ত যা খুশি দুআ করবল। যদি আল-মাশআর আল-হারামে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে নজি স্থানে অবস্থান করে দুআ করবল। দলিল হচ্ছল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “আমি এ স্থানে অবস্থান করলাম। জাম্মতথা গটো মুজদালফিই অবস্থানস্থল।” হাত উঁচু করে কবিলামুখি হয়ে দুআ ও যকিরি করবল।

### মীনায গমনঃ

সূর্যদেয়রে পূর্বল আকাশ ভালভাবে ফরসা হয়ে উঠলে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দবিলে। ওয়াদি মুহাসসার (মুজদালফি ও মীনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা) দ্রুত পার হবল। মীনায পটৌছে অপক্শাক্ত মক্কার নকিটবর্তী ‘আকাবা’ নামক জমরাতল একটিরি পর একটি করে মোট ৭টি কংকর নকি্ষপে করবল। প্রতটি কংকররে আকার হবল প্রায় ছলোর সম-পরমিন। প্রতটি কংকর নকি্ষপেরে সাথে তাকবীর বলবল। জমরা আকাবাতল কংকর নকি্ষপে করার সুননত পদ্ধতি হলল- জমরাকল সামনে রাখবল, মক্কাকল বামল রাখবল এবং মীনাকল ডানে রাখবল। কংকর নকি্ষপে সম্পন্ন করার পর হাদি যবহে করবল। এরপর পুরুষ হলল মাথা মুণ্ডন করবল অথবা মাথার চুল ছোট করবল। আর মহলিা হলল আঙুলরে এক কর পরমিাণ চুল কাটবল। (এর মাধ্যমে ইহরাম থকল প্রাথমকি হালাল অরজতি হবল; অর্থাৎ এ হালাল হওয়ার মাধ্যমে স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সবকিছু হাজী সাহবেরে জন্য হালাল হলল।) এরপর মক্কা গমন করে হজ্বরে তওয়াফ ও সাযী করবল। (এর মাধ্যমে হাজী সাহবল দ্বিতীয় হালাল হবল। এ হালালরে মাধ্যমে ইহরামরে কারণে যা কিছু হারাম হয়েছিল সবকিছু হাজীর জন্য হালাল হবল)। কংকর নকি্ষপে ও মাথা মুণ্ডনরে পর তওয়াফ করার জন্য মক্কায যতল চাইলে সুননত হচ্ছল- সুগন্ধি লাগানল। দলিল হচ্ছল আযশো (রাঃ) এর হাদিসি “আমি ইহরাম করার আগে ইহরামরে জন্য এবং হালাল হওয়ার পর তওয়াফরে জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকল সুগন্ধি লাগিয়ে দতিাম।” [সহহি বুখারি (১৫৩৯) ও সহহি মুসলমি (১১৮৯)]। এরপর তওয়াফ ও সাযী করার পর মীনাতল ফরিলে আসবল। জ্বলিহজ্বরে একাদশ ও দ্বাদশ রজনী মীনাতল কাটাবল এবং সল দু’দনি সূর্য পশ্চমিকাশে হললে পড়ার পর তনিটি জমরাতল কংকর নকি্ষপে করবল। উত্তম হচ্ছল- কংকর নকি্ষপেরে জন্য হটল যওয়া। বাহনে চড়ল গলেও অসুবধি নল। প্রথমল প্রথম জমরাতল এক এক করে পরপর ৭টি কংকর নকি্ষপে করবল। এই জমরাটি মক্কা থকল অপক্শাক্ত দূরল ও মসজিদল খাইফরে নকিটল। প্রতটি কংকর নকি্ষপেকালল তাকবীর বলবল। এরপর একটু অগ্রসর হয়ে দীর্ঘ সময় ধরল যা ইচ্ছা দুআ করবল। যদি দীর্ঘ সময় দাঁড়ানল ও দুআ করা কারল জন্য কষ্টকর হয় তাহলে সাধ্যানুযায়ী অল্প সময়রে জন্য হললও দুআ করবল; যল সুননত পালন হয়। এরপর মধ্যবর্তী জমরাতল একরে পর এক মোট ৭টি কংকর নকি্ষপে করবল। প্রতটি কংকররে সাথে তাকবীর বলবল। এরপর সামান্য বামল সরল গিয়ে কবিলামুখি হয়ে দাঁড়াবল এবং হাত উঁচু করে সম্ভব হলল লম্বা সময় ধরল দুআ করবল। লম্বা সময় দুআ করা সম্ভব না হলল সামান্য সময়রে জন্য হললও দাঁড়িয়ে দুআ করবল। এই দুআটি

ছড়ে দয়ো উচতি নয়। যহেতৌ এটি সুন্নত। অনকে মানুষ না জানার কারণে অথবা অবহলো করে এ সুন্নতটি ছড়ে দিয়ে।  
কখনো কোন সুন্নত যদি অপ্রচলতি হয় পড়ে তখন সে সুন্নতরে উপর আমল করা ও মানুষরে মাঝে এর প্রসার করা অধিক  
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যনে এ সুন্নতটি একবোরো মটি না যায়।

এরপর জমরা আকাবাতো একরে পর এক মোট ৭টি কংকর নকিষে করবে। প্রতিটি কংকর নকিষেপে সাথে তাকবীর বলবে।  
এই জমরাতো কংকর নকিষে করার পর দাঁড়াবে না ও দুআ করবে না। এভাবে ১২ই জ্বলিহজ্ব ৩টি জমরাতো কংকর নকিষে  
করার পর ইচ্ছা করলে দরৌ না করে সেনিই মীনা ত্যাগ করে চলে আসতে পারে। আর চাইলে ১৩ই জ্বলিহজ্ব রাত্রি মীনাতে  
অবস্থান করে পরদিন সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ার পর ৩টি জমরাতো কংকর নকিষে করে মীনা ত্যাগ করতে পারে।  
একদিন দরৌ করে মীনা ত্যাগ করাটা উত্তম; তবে ওয়াজবি নয়। কিন্তু ১২ ই জ্বলিহজ্ব সূর্যোদয়ের সময়ও কটে যদি  
মীনাতে অবস্থান করে তাহলে তার জন্য ১৩ ই জ্বলিহজ্ব রাত্রি মীনাতে কাটানো ও পরদিন ৩টি জমরাতো কংকর নকিষে  
করা ওয়াজবি। তবে মীনাতে সূর্য ডুবে যাওয়া যদি তার এখতিয়াররে বাইরে কোন কারণে হয় যমেন কটে তাবু ত্যাগ করে  
গাড়ীতে চড়েছে কিন্তু রাস্তায় জ্যাম বা এ জাতীয় কোন কারণে আটকা পড়ে যায় তাহলে ১৩ তারিখ পর্যন্ত দরৌ করা তার  
উপর ওয়াজবি হবে না। কারণ এ বলিম্বটা তার এখতিয়ারভুক্ত নয়। অতঃপর যখন মক্কা ত্যাগ করে নিজ দেশে চলে যাওয়ার  
ইচ্ছা করবে তখন বদায়ী তওয়াফ না করে মক্কা ত্যাগ করবে না। দলিল হচ্ছে- “তোমাদের কটে প্রস্থান করবে নাযতক্ষণ  
না সে শেষে কাজ বায়তুল্লাহতে (তওয়াফ) না করে।” [সহি মুসলিম (১৩২৭)] অন্য রোয়ায়তে এসছে- “লোকদেরকে আদেশ  
করা হয়েছে- তাদের সর্বশেষে আমল যনে হয় বায়তুল্লাহতে (তওয়াফ)। তবে হায়েগ্রস্তু নারীকে এ ব্যাপারে ছাড় দয়ো  
হয়ছে।” [সহি বুখারি (১৭৫৫) ও সহি মুসলিম (১৩২৮)] হায়ে ও নফিসগ্রস্তু নারীদের উপর বদায়ী তওয়াফ নই এবং  
তাদের জন্য মসজিদে হারামরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বদায় জানানোটাও উচতি নয়। কারণ এ ধরনের পদ্ধতি নবী সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়নি। যখন দেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন হাজী সাহেবের সর্বশেষে কাজ হবে  
তওয়াফ। যদি বদায়ী তওয়াফ করার পর সঙ্গদিরে অপেক্ষা করতে হয় অথবা মালপত্র বাহনে উঠানোর জন্য অপেক্ষা করতে  
হয় অথবা পথরে সম্বল হিসেবে কিছু কনিত হয় এতে কোন অসুবিধা নই। এর জন্য পুনরায় তওয়াফ করতে হবে না। তবে  
যদি সফর বলিম্বরে নিয়ত করতে হয় (উদাহরণতঃ সফর ছলি দিনরে পূর্বাংগে এবং বদায়ী তওয়াফ করে নিয়েছে কিন্তু পরে  
যদি সফর দিনরে অপরাংগে) করতে হয় তাহলে পুনরায় বদায়ী তওয়াফ করে নয়ো ওয়াজবি; যাতে সর্বশেষে আমলটা তওয়াফ  
হয়। হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর ইহরামকারীর উপর নমিনোক্ত বিষয়গুলো ওয়াজবিঃ

১. ইসলামী যাবতীয় অনুশাসন পরিপূর্ণভাবে মনে চলা। যমেন- ঠিক সময়ে নামাযগুলো আদায় করা।

২. আল্লাহ যা যা নিষিধে করছেন যমেন পাপ কথা, পাপ কাজ ও অবাধ্যতা থেকে বঁচে থাকা। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার  
বাণী: “অতএব, এই মাসসমূহে যে ব্যক্তি নিজের উপর হজ্বকে আবশ্যক করে নলি তার জন্য হজ্ব অশ্লীল ও পাপ কাজ  
এবং ঝগড়া-বিবাদ বধৈ নয়।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৭]



৩. পবিত্র স্থানগুলোর ভিতরে অথবা বাইরে কথা বা কাজের মাধ্যমে মুসলমানকে কষ্ট দয়া থেকে বরিত থাকা।

৪. ইহরাম অবস্থায় যা যা নিষিদ্ধ সেগুলো থেকে বরিত থাকা:

ক. চুল বা নখ না কাটা। তবে কাঁটা বা এ জাতীয় কিছু তুলে ফলেলে রক্ত বরে হলওে গুনাহ হবে না।

খ. ইহরাম বাঁধার পর শরীরে, পরধিয়ে পোশাকবো খাবার-দাবারে সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। সুগন্ধযুক্ত সাবান ব্যবহার করবে না। তবে ইহরামের আগে ব্যবহারকৃত সুগন্ধি কোন আলামত যদি থেকে যায় এতে কোন অসুবিধা নাই।

গ. শিকার করবে না।

ঘ. স্ত্রী সহবাস করবে না।

ঙ. উত্তজেনাসহ স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরবে না, চুমু খাবে না বা এ জাতীয় কিছু করবে না।

চ. নজি বয়রে চুক্তি করবে না অথবা অন্য কারো বয়রে আকদ পড়াবে না অথবা কোন নারীকে নজিরে জন্য অথবা অন্য কারো জন্য বয়রে প্রস্তাব দাবে না।

ছ. হাতমোজা পরবে না। তবে কোন ন্যাকড়া দিয়ে হাত পঁচালে গুনাহ হবে না।

এই সাতটি নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান। তবে বিশেষভাবে পুরুষের জন্য কাজগুলো হচ্ছে-

-এঁটে থাকা কোন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকবে না। তবে ছাতা দিয়ে, গাড়ীর ছাদরে আড়ালে, তাবুর আড়ালে ছায়া নতি অথবা মাথায় বোঝা বহন করতে কোন দোষ নাই।

-সলোইকৃত জামা, পাগড়ী, টুপি, পায়জামা, মোজা পরা যাবে না। তবে লুঙা না পলে পায়জামা পরবে। জুতা না পলে মোজা পরবে।

-ইতপূর্বে উল্লেখিত পোশাকগুলোর স্থলাভিষিক্ত কোন পোশাকও পরা যাবে না। যমেন- জুব্বা, ক্যাপ, টুপি, গাঞ্জি ইত্যাদি।

-জুতা, আংটি, চশমা, হেডফোন ইত্যাদি পরা যাবে। হাতে ঘড়ি পরা যাবে, গলায় হার পরা যাবে। টাকা-পয়সা রাখার জন্য বেল্ট পরা যাবে।

-সুগন্ধহীন কিছু দিয়ে পরস্কার-পরচ্ছন্ন হওয়া যাবে। মাথা ও শরীর ধোয়া যাবে ও চুলকানো যাবে। এতে করে



অনচ্ছিক্তভাবে কোন চুল পড়ে গেলে তাকে কোন দোষ নহে।

নারীরা নকোব পরবে না। নকোব হচ্ছে- এমন কাপড় যা দিয়ে নারীরা তাদের মুখ ঢেকে রাখবে; শুধু চোখ দুটো দেখা যায়। নারীদের জন্য সুন্নত হচ্ছে- মুখ ঢেকে রাখা। তবে যদি বিগোনা পুরুষদের দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ইহরাম অবস্থায় অথবা ইহরামের বাইরে মুখ ঢেকে রাখা ওয়াজবি।

দেখুন: আলবানীর “মানাসকিল হজ্জ ওয়ার উমরাহ” এবং শাইখ উছাইমীনরে “সফাতুল হজ্ব ওয়াল উমরা” ও “আল-মানহাজ লি মুরদিলি উমরা ওয়াল হাজ্জ”